235

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঘোষিত প্রাথমিক শিক্ষা নীতি ও তার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি সারাদেশে প্রাথমিক স্তরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। সে লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোতে একই ধরনের শিক্ষাক্রম বাধ্যতামূলক অনুসরণ করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে বাংলা। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের পূর্ব অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী শিশুদের জন্য বিদেশী ভাষায় পাঠদান করা যাবে। আর আমাদের জন্য প্রাথমিক স্তরে বিষয় হিসেবে ইংরেজি ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকবে।

আমাদের জাতীয় যে শিক্ষানীতি প্রণীত হতে যাচ্ছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নে ৩২ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়।

আমাদের জাতীয় চেতনাসমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যবোধে স্নাত যুগোপযোগী একটি কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি এ দেশে দীর্ঘদিনের। এমনকি স্বাধীনতা-পূর্ব বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও এই দাবিটি ছিল সোচ্চার। স্বাধীনতার পর পরই এ দাবি পূরণের লক্ষ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং তার মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। কিন্তু এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর দেশে মূলত কোন শিক্ষা নীতি ছিল না। যা ছিল প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক চেতনা তাড়িত বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলো গোটা বাইশ বছরে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অঘোষিত নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে আন্তরিকতার সাথে। দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা বিরাজমান। যেমন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষা, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি। এই বিভিন্ন ধারার ফলে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে যেমন তারতম্য গড়ে উঠছে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেও যথেষ্ট ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। যা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অশুভ এই প্রবণতার অবসানে বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

এখন কথা হলো একটি ভাল প্রাথমিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। এই নীতির প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করবে তার সফল বাস্তবায়নের উপর। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে কাঠামো রয়েছে, নীতি বাস্তবায়নের যে প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্সিগুলো মাঠ পর্যায়ে রয়েছে সেগুলো মোটেই উল্লিখিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত নয়। এমনকি যথার্থও নয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি। তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রাথমিক শিক্ষকরা তার এক অংশও বাস্তবে প্রয়োগ করছেন না। শিক্ষাদানের সেই আদিকালের পদ্ধতিতে আবার চলে যান। আধুনিক জীবনবোধ আমাদের গড়ে উঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি ও মনিটরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসাররা। সেখানে দুর্নীতিতো রয়েছেই। এছাড়াও তাদের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাবও রয়েছে। দেখা যায় জেলা সদর বা থানা সদরের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি রয়েছেন। অথচ গ্রামের স্কুলগুলো শিক্ষক শূন্যতায় ভুগছে। মোটা অংকের ঘুষের বদলে শিক্ষকদের শহরের স্কুলগুলোতে আসবার প্রবণতা লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ভবন নেই। পাঠ্যপুস্তক অপ্রতুল। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকার প্রদত্ত বই কালোবাজারে চলে যায়। পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধার দারুণ অভাব। এই সমস্যা দূরীকরণে পর্যায়ক্রমে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক আমরা তা চাই। এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট দেশজ আয়ের পাঁচ শতাংশ ব্যয় করা প্রয়োজন। জাতীয় কমিটি আমাদের জন্য তিন বছরের মধ্যে তিন শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব রেখেছেন। বর্তমানে মোট দেশজ আয়ের ১ দশমিক ১ শতাংশ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়ার সাথে সাথে ঘোষিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে কাঠামোগত বিন্যাস ও তার দক্ষতা আনয়নের উপর সমান গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।